দৈনিক খবর

তারিখ 30 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক খবর

ঢাকা, রোববার, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৯৬ বাংলা

এসএসসি পরীক্ষার ফল

দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছে। চারটি বোর্ডে মোট ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪শ' ৮৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তন্মধ্যে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯শ' ৭৭ জন পরীক্ষার্থী পাস করে। পাসের গড় হার শতকরা ৪২ দশমিক ৯০ ভাগ। চারটি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে পাসের হার সবচাইতে কম ঢাকা বোর্ডের। এই বোর্ডে পাসের হার ৩৯ দশমিক ১০ ভাগ। সর্বোচ্চ পাসের হার হচ্ছে রাজশাহী বোর্ডে। সেখানে শতকরা ৪৫ দশমিক ৬ ভাগ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। যশোর বোর্ডের পাসের হার ৪৫ দশমিক ৪ ভাগ। আর কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার হচ্ছে শতকরা ৪৩ দশমিক ৯৬ ভাগ।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল যে নৈরাশ্যজনক উপরোক্ত তথ্যই তার প্রমাণ। গত বছর যেখানে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিলো শতকরা ৫৫ দশমিক ১৮, এ বছর সেখানে পাসের হার শতকরা ৪২ দশমিক ৯০। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ঐ বছর পাসের হার প্রায় ১৩ শতাংশ কম। তাও আবার গ্রেস মার্ক দেয়ার পরেও এমন ফলাফল। গ্রেস মার্ক না দিলে ফলাফল যে আরো নৈরাশ্যজনক হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন ওঠে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এতো খারাপ হওয়ার কারণ কি। শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেছেন, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধে এ বছর যে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কিছু সুফল পাওয়া গেছে। আর তাই পাসের হার গত বছরের তুলনায় ১৩ শতাংশ কমে এসেছে। প্রকাশ, গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ১১ হাজার ৬শ' ৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এ বছর বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮ হাজার ৪শ' ৬ জন।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। অর্থাৎ এবারের ফলাফলও গতানুগতিক। এটা যেমন পাসের হারের দিক থেকে, তেমনি মেধা তালিকার দিক থেকেও লক্ষণীয়। উন্নত দেশসমূহে এসব স্তরের পরীক্ষায় পাসের হার সাধারণতঃ ৭০ শতাংশের ওপরেই থাকে। আমাদের পক্ষে ৫০ ভাগ অতিক্রম করাই দুষ্কর। এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা অত্যন্ত দুর্বল দিক। বিগত বছরগুলোর সাথে তুলনা করলে এবারের মেধা তালিকার ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ কয়েকটি পজিশন বাদে সবক'টি স্থানই দখল করে আছে দেশের কয়েকটি ক্যাডেট কলেজ ও স্বল্পসংখ্যক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়। বলাবাহুল্য, ক্যাডেট কলেজগুলোর প্রাধান্যই এক্ষেত্রে বেশী। দু'একটি বেসরকারী হাই স্কুলও অবশ্য ভালো ফল করেছে। স্কুলভিত্তিক পাসের হার পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফলাফলের সাথে স্কুলভিত্তিক পাসের হারটা দিয়ে দিলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লেখাপড়ার মানের একটা তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যেতো। তবে আমরা এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত যে, ক্যাডেট কলেজ, সরকারী হাই স্কুল এবং স্বল্পসংখ্যক বেসরকারী হাই স্কুল ছাড়া বৃহৎ সংখ্যক স্কুলেরই পাসের হার হতাশাব্যঞ্জক। বিষয়টির ওপর জরিপ হলে বাস্তব অবস্থাটা বোঝা যেতো। হাতে গোণার মত স্বল্পসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খুব ভালো ফলাফল করার কারণ হচ্ছে এসব স্কুল-কলেজ ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য। বেশ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রপিছু সরকারী ব্যয় ১ হাজার ১শ' ২৮ টাকা। পক্ষান্তরে ক্যাডেট কলেজে ছাত্রপিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে ১৩ হাজার ৭শ' ৭২ টাকা। মাধ্যমিক স্তরে যে ব্যয় ধরা হয়েছে, অর্থাৎ ছাত্র পিছু ১ হাজার ১শ' ২৮ টাকা তা কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলিয়েই। বলাবাহুল্য, সরকারী স্কুলগুলোর পেছনে ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ বাদ দিলে দেশের বৃহৎ সংখ্যক বেসরকারী হাই স্কুলগুলোর ভাগে যে অর্থ পড়ে তার পরিমাণ খুব সামান্যই।

সরকার একদিকে যেমন শিক্ষা বিস্তারের কথা ভাবছেন, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার মান বৃদ্ধির বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন। দেয়া উচিত। কেননা আমাদের মত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে দ্রুত উন্নতি লাভের সহজ এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে শিক্ষার প্রসার। আমাদের জন্যে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই শিক্ষার প্রসার ও মান বৃদ্ধির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে আমরা জানি। একই সাথে শিক্ষার মান উন্নত করার লক্ষ্যেও ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারকল্পে উক্ত টাস্ক ফোর্স কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সাল থেকে এসএসসি এবং ১৯৯৪ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা পঞ্চাশ ভাগ নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতামূলক এবং পঞ্চাশ ভাগ রচনামূলক প্রশ্নমালার দ্বারা সংস্কারকৃত পদ্ধতিতে শুরু হবে। এসব বিধি-ব্যবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নেই। কিন্তু যতদিন শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যের পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, ততোদিন শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা কোনটাই সম্ভব হবে না। একই সাথে এও সত্য যে, সমাজে শিক্ষিত লোকদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা না হলে বা তাদের পুনর্বাসিত করার সুযোগ সৃষ্টি না করলে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে গৃহীত পদক্ষেপও সফল হবে না। জাতিকে শিক্ষিতরূপে গড়ে তুলতে হলে তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন, একটি বাস্তব, সুদূরপ্রসারী, যুগোপযোগী শিক্ষা নীতি।